রুশ-চীন কোথাও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি তবু, লেনিনবাদীরা ভুতের পিছনে দৌড়াচ্ছে

– শাহ্ আলম

লেনিন সহ লেনিনবাদীরা যেমন দাবী করে আসছে তেমন লেনিনদের বিরোধী বুর্জোয়ারাও দুনিয়াময় প্রচার করেছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সোভিয়েতের আধিপত্যে পূর্ব ইপরোপীয় বক্ব এবং চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কুরিয়া ও কিউবা ইত্যাদিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি, বাংলাদেশ-ভারত ইত্যাদি দেশগুলোও নিজেদেরকে সাংবিধানিক মূলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে দাবী করে আসছিল। সম্প্রতিকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপীয় বকের পতন হয়েছে , অলংঘনীয় ব্যক্তিমালিকানার নিমিত্তে চীনারা বাজারী অর্থনীতি অনুসরণ করছে, ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়েগের সুবিধার্থে কিউবার রাষ্ট্রিক অর্থনীতির সংস্কার হচ্ছে, বিদেশী পুঁজির অবারিত দ্বারসহ দেশীয় পুঁজির সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধানকারী হচ্ছে ভিয়েতনাম, এবং এমনকি, যুক্তরাষ্ট্রেরও রিলিফ গ্রহীতা হয়েও তথাকথিত জুসে তথা স্বয়ং সম্পন্ন অর্থনীতির দাবীদার উত্তর কুরিয়ায় ইর্টার্নাল প্রেসিডেন্ট কিম ডাইনেষ্টী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবু, সারা দুনিয়ার লেনিনবাদীরা উলেখিত দেশ সমূহে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদকেই মার্কস-এ্যাংগেলস নয়, লেনিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজতন্ত্র হিসাবে কবুল করেই আসছে।

সাম্যবাদের ভিত্তি সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন- মার্কস ও এ্যাংগেলস। সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অনুযায়ী- মুনাফা হাসিলে ও পুঁজির অস্থিত্ব রক্ষায় পুনরুৎপাদনে বিকল্পহীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্য নৈরাজ্যিক উৎপাদনের ফলশ্রুতি- অতি উৎপাদন এবং পুন: পুন অতি উৎপাদনের সংকটে নিমর্জিত বয়োবৃদ্ধ ও অতীত আশ্রিত পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি-সমাজতন্ত্র। কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার ও মার্কসদের প্রণীত এতদ্বিষয়ক পুস্তকাদি সহ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় কমিউনিস্ট লীগ ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি'র নিয়ম-নীতি অনুযায়ী মন্দাক্রান্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত দুনিয়ার ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধ-বৈরীতায় নৈরাজ্যিক উৎপাদনের পুঁজিবাদী সমাজের স্থলে সামাজিক মালিকানার পরিকল্পিত অর্থনীতির তথা বেচা-কেনাহীন তা শ্রমশক্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ই হোক না কেন, তেমন ক্রয়-বিক্রয়মুক্ত অবস্থার- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যূন শর্তসমূহের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে অগ্রণী সভ্য দেশগুলোর সম্মিলিত ক্রিয়া। কারণ- পুঁজিবাদ কোন স্থানীয় বা জাতীয় বিষয় নয়, বরং একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা বলেই পুঁজিবাদ তথা ব্যক্তিমালিকানা বিলোপের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও কেবলই বৈশ্বিক। এমনকি, একদেশে সমাজতন্ত্র সম্ভব নয় এবং এ বিপব্বের র‍্যাঞ্জ ইউনিভার্সেল মর্মে "কমিউনিজমের নীতিমালা" পুস্তকে এ্যাংগেলস সুস্পষ্ট জানিয়েছেন। তাছাড়া, পুন:পুন মন্দাক্রান্ত বয়োবৃদ্ধ পুঁজিবাদ স্বীয় সংকট হতে উদ্ধার পেতে উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস করা সমেত যুদ্ধ-বিগ্রহ করে, উৎপাদন আধিক্য হতে রেহাই পেতে যে সমস্ত সামাজিক-বাণিজ্যিক চুক্তি করে তৎদ্বারাও রেহাই না পেয়ে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের দ্বারস্ত হয়েছে এবং রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে, ভেংগে পড়তে বাধ্য তার কার্যকারণ সমেত

এ্যাংগেলস তাঁর- " ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" পুস্তকে বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। উপরন্ত, শ্রেণী ও শ্রেণী শোষণমুক্ত, শ্রেণীকর্তৃত্ব -শ্রেণীপীড়ন ও শ্রেণী দমন হীন এবং সকল মানুষের অংশগ্রহণে সমাজের প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী উৎপাদনে সমাজের সকল মানুষের কার্যকর অংশ গ্রহণের কার্যকরী ব্যবস্থার মাধ্যমে চিরকালীন শান্তির সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠায়ই সমাজতন্ত্রের মৌল দায়িত্ব-কর্তব্য বিধায় শ্রেণী শোষণ-শ্রেণী শাসন ও শ্রেণীকর্তত্বের প্রয়োজনে একদা সৃষ্ট রাষ্ট্র, তবে ঐতিহাসিকভাবেই অপ্রয়োনীয়-অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর গণ্য হওয়ায় ব্যক্তিমালিকানা সমেত ব্যক্তিমালিকানার সংক্ষক রাষ্ট্র বিলীন ও বিলোপ করাই সমাজতন্ত্রের নৈমিত্তিক করণীয় বটে।

অত:পর, দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধতার কার্যকর হাতিয়ার আন্তর্জাতিক সমিতি ছিল না, লেনিনের বলশেভিক পার্টিও তদমর্মে ক্রিয়াশীল সংগঠন ছিল না, এবং মজুতকৃত পুঁজি-পণ্যের মহাসংকট হতে রেহাই পেতে মরণাপন্ন বুর্জোয়াদের দ্বারা সংঘটিত ভয়নক হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আনুপাতিক সুবিধায় জারের সেনাবাহিনীর সহযোগে রাশিয়ার অংশ বিশেষে ক্ষমতা করায়ত্ত করে বলশেভিক পার্টির জন্মকালীন ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি মতো অনুরূপ ক্ষমতা দখলকে বৈধতা প্রদান সহ "জন সার্বভৌমত্বের" গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় " সংবিধান সভার" নির্বাচন খোদ লেনিনের কর্তৃত্বে অনুষ্ঠিত হলেও স্বয়ং লেনিন ও লেনিনের পার্টি দারুনভাবে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল বলে লেনিন নিজেই স্বীয় ঘোষণামতে নিজের অবৈধ সরকারের জবরদস্তি -দখলদারিত্ব বহাল রাখতে নির্বাচিত সংবিধান সভা বাতিল করে নিজেই একখানি সংবিধান ১৯১৮ সালে প্রণয়ন ও কার্যকর করেন । কিন্তু,স্বীয় ডিক্রিমুলে সৃষ্ট চেয়ারম্যান অব দ্যা পিপলস কমিশারিয়েত পদে- ক্ষমতা দখলের দিন হতে আমৃত্যু বহাল থাকলেও তাঁরই প্রণীত সংবিধানে তাঁর পদটি উলেখিত নাই। আবার,স্বীয় সংবিধানের নানান অনুচ্ছেদের সহিত পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক " নয়া আর্থনৈতিক নীতি" কার্যকরী করে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে " খারাপ" হিসাবে আখ্যায়িত করে রাষ্ট্রের মজুর সাবস্ত করে বিনা বেতনে রাষ্ট্রের জন্য কাজ করার ফতোয়া দিয়ে বিপদাপন্ন জার্মান পুঁজি-পণ্যের ডাম্পিং ল্যান্ড হিসাবে রাশিয়াকে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে জারের বুর্জোয়া আমলাদের অধিকহারে বেতন-ভাতা দিয়ে, এমনকি সেলামি দিয়ে বিদেশী পুঁজির সহযোগে সমাজতন্ত্রের সহিত ফারাকহীন গণ্যে " রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ" প্রতিষ্ঠা করার স্থির সিদ্ধান্ত লেনিনই জানিয়েছেন তাঁর " -মে,১৯১৮ সালে লিখিত ও প্রকাশিত " ' বামপন্থী' ছেলেমানুষি ও পেটি বুর্জোয়াপনা" পুস্তকে।

ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে শ্রম শক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও তা আত্মসাতের সুযোগ হেতু চির শত্রুতার শ্রেণী বৈরীতার এবং নিশ্চিত অনিশ্চয়তার পুঁজিবাদই সকল প্রকার হত্যা-সন্ত্রাস ইত্যকার কুকর্মের জন্য দায়ী হলেও সমাজতন্ত্রে মানুষে মানুষে পারস্পারিক সহযোগিতা ছাড়া শত্রুতার অবকাশ নাই। অথচ, লেনিনের ক্ষমতা দখলকালীন গঠিত ক্যাবিনেটের ১৭ জনের মধ্যে ১৪ জনই খুন হয়েছে পরস্পরের হাতে এবং শুদ্ধির নামে লক্ষ-লক্ষ মানুষসহ খোদ বলশেভিক পার্টির ৭-৮ লাখ নেতা-কর্মীও রেহাই পায়নি ষ্ট্যালিনদের হত্যা-জখমের তান্ডব সহ নানান অবর্ণনীয় অত্যাচারের কবল হতে। এহেন খুনের প্রধান নায়ক ষ্ট্যালিনই ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় হত্যা-জখম ও ধ্বংসযজ্ঞে দুনিয়া সেরা বুর্জোয়াদের জোট ভুক্ত ও বিজয়ী হয়ে সমগ্র দুনিয়ায় প্রাইভেট এন্টারপ্রেণারশীপের বিকাশ, আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ সহ মুদ্রা ব্যবস্থার

ভারসাম্য রক্ষা, সমগ্র দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের আমদানি-রপ্তানি সহ প্রায় সকল বিষয়ে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি ও রাষ্ট্রিক নীতি-আইন ইত্যাদি রদ-বদল সমেত কর-রাজস্ব নীতি -কৌশল নির্ধারণের বা তদানুরূপ শর্তারোপের একচ্ছত্র ক্ষমতা সম্পন্ন বিশ্ব পুঁজির ফিনান্স সিন্ডিকেট বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফের প্রতিষ্ঠায় ৩য় প্রধান অংশীদার হিসাবে অন্যতম সহপ্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কৃর্তিমান ও খ্যাতিমান।

দাসযুগীয় সম্রাট হাম্মুরাবির কোডের চেয়ে জঘন্য হলেও লেনিনের ১৯১৮ সালের সংবিধানে সেনাকর্তৃত্বের আধিক্যসমেত একদলীয় ব্যবস্থা কার্যকর করা হলেও রাষ্ট্রটি বিলোপের কোন ধারা বর্ণিত হয়নি। সোভিয়েতের ১৯২৪ সালের সংবিধানেও তেমন ব্যবস্থা নাই, উত্তরাধিকার সমেত ব্যক্তিমালিকানার নিশ্চয়তা বিধান ও সামরিক শাসনের বিধি-বিধান সম্বলিত ষ্ট্রালিনের ১৯৩৬ সালের সংবিধানেও তা নাই, এবং রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের সুযোগে গড়ে উঠা ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকানার রাজনৈতিক সুবিধা সম্বলিত ক্রুশ্চেভদের ১৯৭৭ সালের সংবিধানেও তা নাই, বরং, রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের পতন বিষয়ে এ্যাংগেলসের বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও বিভক্তির পর রাশিয়া ১৯৯৩ সালের সংবিধান দ্বারা যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের মতোই ব্যক্তিগত মালিকানার সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা ও তদানুরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

মুল্য এবং উদ্বৃত্ত-মুল্যও উৎপন্নকারী -শ্রম শক্তি বিক্রেতা শ্রমিকের সহিত শ্রম শক্তির ক্রেতা তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকারীর সম্পর্ক ক্রেতা-বিক্রেতা তথা শোষিত ও শোষক ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং পুনরুৎপাদন ছাড়া যেহেতু পুঁজি অস্থিত্ব রক্ষা করতে পারে না, তাই স্বীয় অস্তিত্বের স্বার্থেই পুঁজি- শ্রমিকের শ্রম শক্তি আত্মসাৎ করাকালীন কেবলই ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়মের অধীন। এক্ষেত্রে- ক্রেতার সহিত বিক্রেতার জাত-ধর্ম, ভাষা-বর্ণ বা লিংগের মিল-অমিলের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। একই জাতের বা একই বর্ণের বা একই লিংগের হলে শ্রম শক্তির ক্রেতা শ্রম শক্তি বিক্রেতাকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিবেন, আর ভিন জাত বা ভিন ধর্ম বা বর্ণ বা ভিন্ন লিংগের হলে কম সুযোগ-সুবিধা দিবেন এমন নিয়ম পুঁজির ক্ষেত্রে অচল। পুঁজি গ্রন্থে মার্কস এসব সুবিস্তারিতভাবে প্রমাণ সমেত ব্যাখ্যা-বিশেষণ করেছেন এবং ইস্তেহারে সে জন্যই বর্ণিত হয়েছে- জগৎজোড়া বুর্জোয়া বাজার ব্যবস্থাই জাত-জাতিকে মিলিয়ে দিচ্ছে, এবং সমগ্র পৃথিবীকে পুঁজিবাদের ধাঁচে গড়ে নিয়েও অতিরিক্ত উৎপাদনের চাপে-ভারে স্বীয় মরণসীমায় উপনীত হওয়ায় বুর্জোয়াদের সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই তাদের যেমন কবর হবে তেমন শ্রমিক শ্রেণীর কোন দেশ নাই, জাতি নাই, তাঁরা কেবলই বৈশ্বিক বলেই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রথম সূত্রই হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা। অথচ, ১৯০৩ সালের মহামন্দায় ও মহাসংকটে বিবদমান ও বিপন্ন বুর্জোয়া শ্রেণীর নিশ্চিত মরণ ঠেকাতে ২য় আন্তর্জাতিকের ঠগবাজ-প্রতারক মোড়লরা ১৮৯৬ সালে জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রেণের অধিকারের অজুহাতে শ্রমিক শ্রেণীকে বুর্জোয়াদের অংশ বিশেষের পক্ষভুক্তকরণে লিপ্ত হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণী স্বীয় শ্রেণী চৈতন্য ভুলে কেবলই জাত-জাতির গন্ডীতে আবদ্ধ হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতির পথে নিজেই প্রতিবন্ধক হয়েছে।

শ্রমিক শ্রেণীর জন্য ক্ষতিকর অনুরূপ পন্থা লেনিনরাও গ্রহণ করেছিল এবং লেনিন-ষ্ট্যালিনের শিষ্য মাওসেতুংরা তথাকথিত জনগণতন্ত্রের আবরণে কার্যত রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদী

চীন গড়ে তুলেছে বলেই মাওয়ের চীনেও ১৯৫৪, ১৯৭৫, এবং ১৯৮৮,১৯৯৩ ও ১৯৯৯ সালের সংশোধনীসহ ১৯৮২ সালের সংবিধানের ১১.১৩,৪৯,৫৪ও ৫৫ অনুচ্ছেদ দ্বারা উত্তরাধিকার সহ " অলংঘনীয়" ব্যক্তিমালিকানার নিশ্চয়তা প্রদান করা সত্ত্বেও রাষ্ট্র বিলুপ্তির কোন ধারা বর্ণিত নাই। উলেখ্য-বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফের চুক্তি পত্রে কিন্তু বিলোপের সুনির্দিষ্ট বিধান বর্ণিত আছে। আর, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কিন্তু ব্যক্তি মালিকানার অলংঘনীয় অধিকার বিবৃত নাই। ভিয়েতনাম ও কুরিয়া এবং কিউবাও সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলেই প্রথাগত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রমিক অপেক্ষা এসকল তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নের হার তথা শ্রমিক শোষণের মাত্রা অনেক অনেক বেশী। এতদ্বিষয়ে নানান তথ্য-উপাত্ত যেমন এখন ইন্টার নেটে পাওয়া যায় তেমন প্রামাণ্য পুস্তকাদিও বাজারে আছে।

ইস্তেহারসহ মার্কসদের বিভিন্ন পুস্তক ও নিবন্ধাদিতে বহুভাবে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণী নিজেই অর্জন করবে। তবে, ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি বুঝে বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ বিশেষ সমাজের মুক্তির শর্তে স্বীয় মুক্তি হাসিলে শ্রমিক শ্রেণীর সহিত মিলিত হবে। কিন্তু, কোন অবস্থাতেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও তদানুরূপ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় কোন মহান প্রতিভার মহাওস্তাদ বা মহাবীর ইত্যাদির প্রয়োজন নাই। কার্যত, বৃহদায়তন শিল্পই সে সুযোগ রহিত করেছে। অথচ, সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত উলেখিত প্রতিটি রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত বা সংবিধানেও লেনিন-মাও প্রমুখদের জাতি রক্ষক, মহান শিক্ষক, মহান নেতা, মহাবীর, চিরন্তন প্রেসিডেন্ট ইত্যকার নানান বিশেষণে আখ্যায়িত ও চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং শোষণ-বৈষম্য নির্ভর ও তৎস্বার্থে প্রণীত ও ব্যবহৃত অতীতের সকল মুল্যবোধ তথা শিক্ষা-সংস্কৃতির বিনাশ সাধন করে কেবলই মানুষে মানুষে সাম্যের উপযুক্ত সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ সাধনই সমাজতন্ত্রের মৌল করণীয় হলেও লেনিন-মাওরা ফারাও ডাইনেষ্টির মিথ চালু ও পার্সোনাল কাল্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইস্তেহারের শুরুতেই বলা হয়েছে-ইউরোপ কমিউনিজমের ভূত দেখেছে। মার্কসদের নাম করে লেনিনরাও দুনিয়াবাসীকে কেবলই সমাজতন্ত্রের ভূত দেখিয়েছেন। তবু, সারা দনিয়ার লেনিনবাদীরা এখনো এ ভূতের পিছনে দৌড়াচ্ছে।

মার্চ-২০১১।